আলো

জানুয়ারি-এপ্রিল,২০২১

এ্যাসোসিয়েশন অব্ ল্যান্ড এ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল- এর মুখপত্র

আলো e-সংখ্যা জানুয়ারী-এপ্রিল,২০২১

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল – এর মুখপত্র

–:সম্পাদক:–

অম্লান দে

সূচীপত্র

	পাতা
১. সম্পাদকীয়	I-II
২. উত্তর সম্পাদকীয়	III-IV
৩. ২৩শে মে, সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসে সাধারণ সম্পাদকের বার্তা	V-VII
৪. কেন্দ্রীয় কমিটির সভার রিপোর্টিং	VIII
৫. সমিতিগত তৎপরতা	IX-XXI
৬. স্মরণঃ নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র	XXII-XXVI
৭. বিতর্কটা জরুরী - দেবব্রত ঘোষ	XXVII-XXIX
৮. ইয়াস ত্রাণ কর্মসূচীঃ ফোটোফিচার	XXX-XXXI
৯. শোক সংবাদ	XXXII

পরিকল্পনা ও রূপায়ণে -শুভ্রাংশু বসু

সম্পাদকীয়

‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’

গত মার্চ মাসে ‘আলো’র একটি ই-সংস্করণ (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০) প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে। এই সময় পর্বে বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের ক্যাডারসহ রাজ্যের প্রায় সমস্ত আধিকারিক তথা রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তারই মধ্যে কোভিড সংক্রমনের ‘দ্বিতীয়তরঙ্গ’ গোটা ভারতবর্ষের মতো পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরপরই সরকারকে কার্যত ‘লকডাউন’ এর পথে হাঁটতে হয়। এরই মাঝে ‘ইয়াস’ ঘূর্ণী ঝড় আছড়ে পড়ে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। ক্ষতগ্রস্থ হ’ন দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্বমেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া জেলার বহুমানুষ। কঠিন এই পরিস্থিতিতেও রাজ্যসরকারী কর্মচারীরা তাঁদের জরুরী ভিত্তিক দায়দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, আমাদের ক্যাডারের মানুষজনও সেই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে নিরলস প্রশাসনিক কর্তব্য পালন করে চলেছেন সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে।

পরিস্থিতির প্রকোপে জনগণের জীবন-জীবিকা সংকটগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, বিপন্নতার কালো মেঘ ক্রমশই আরো প্রলম্বিত হচ্ছে, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঠিক নীতি ও দূরদর্শিতার অভাব সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলছে। কোভিড মহামারীর ‘দ্বিতীয়তরঙ্গ’কে মোকাবিলা করার জন্য সরকারী উদ্যোগের অপ্রতুলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে – নিছক ‘বাগাড়ম্বর’ দিয়ে উদ্ভুত সংকটকে আড়াল করা যায়না। প্রয়োজন সদিচ্ছাপ্রসূত সঠিক চিন্তাভাবনার কিন্তু নানা ঘটনায় পদে পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি সস্তা ‘মনোরঞ্জনী’ প্রলেপ দিয়ে সমস্ত ‘ক্ষত’কে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, গালভরা নাম দিয়ে নানা প্রকল্পের ঘোষনা ও প্রচার করা হলেও তার সুফল থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন বিপন্নমানুষ; জনগণের জীবন-জীবিকার এই সংকট থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে অর্থহীন তরজার আবহে অবাঞ্ছিত উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে, ‘উদ্বাহুমিডিয়া’ তাদের শ্রেণীস্বার্থে মদত যোগাচ্ছে সেই বিভ্রান্তিকর প্রক্রিয়ায়।

প্রতিকূলতার এই ঘোর আবর্তেই আমাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালিত করতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্যাডারগত তথা সাধারণভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরূপে আমাদের নিজস্বদাবী-দাওয়া, অধিকার অর্জনেরলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম আন্দোলন কর্মসূচী প্রতিপালনের সুযোগক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

কিন্তু দায়বদ্ধ একটি সংগঠনরূপে পরিস্থিতির এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়তে পারিনা, চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে আত্মবিবরে আশ্রয় নিতে পারিনা। জন্মলগ্নেই এই অঙ্গীকারে আমরা আবদ্ধ হয়েছিলাম – 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'।

সাড়ে তিন দশকের গৌরবোজ্জ্বল পদচারণায় ক্যাডার স্বার্থরক্ষায় 'চ্যাম্পিয়ন' সংগঠনরূপে নিজেদের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলের কাছে আমাদের যে দায় তার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থেকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সর্বদাই সজাগ ও সক্রিয় থেকেছি। এ আমাদের গৌরবময় উত্তরাধিকার, একে পুনঃ পুনঃ বিকশিত করার মধ্যে দিয়েই আমাদের 'অবিরাম যাত্রার চির-সংঘর্ষ'।

বাস্তব কারণেই এই মুহূর্তে আমাদের সমিতির মুখপত্র 'আলো'র মুদ্রিত সংস্করণ বের করা সম্ভব হচ্ছেনা। তাই বিকল্প মাধ্যমে 'ই-সংস্করণ' প্রকাশ করে আমরা সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ এবং বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করছি। সেই ধারাতেই এটি আলো'র চতুর্থ 'ই-সংকলন'। পূর্ববর্তী অনলাইন সংখ্যাটি প্রকাশ পাবার পরবর্তী সময়ে সমিতির কার্যকলাপের একটি তথ্যভিত্তিক পরিচয় এই সংখ্যায় তুলে ধরা হল। সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্ব নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই কালপর্বে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর স্মরণে বর্তমান সংখ্যাটিতে নিবেদিত হল আমাদের স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ।

কঠিন এক অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সংগঠন এগিয়ে চলেছে, একে উত্তীর্ণ হবার সাহস ও শক্তি এবং অন্তঃস্থিত অনুপ্রেরণার দীপ্তি আমাদের উজ্জ্বলতর করে তুলবে, সেই সম্ভাবনার প্রকাশ সাম্প্রতিক বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচীতে অনুগামীদের বিপুল সাড়া দেওয়ার সূত্রে স্পষ্টতই দৃশ্যগোচর হয়েছে। সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই সমস্ত সহযোদ্ধাদের; আসুন একজোট হয়ে ধ্বনিত করি সময়পটে ক্ষোদিত এই বার্তা –

'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'।

উত্তর সম্পাদকীয়ঃ-

‘গণতন্ত্র’ না ‘ক্ষমতাতন্ত্র’ ?

স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু আমাদের বিক্ষত বিবেককে আরো দীর্ণ করে বেশ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু,এই ‘আমরা’ কারা? ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম, ট্যুইটার-এ ঝড় তোলা মধ্যবিত্ত চিন্তাশীল মানুষ, যাঁরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে আত্মমোক্ষণের আত্মপ্রসাদে বুঁদ হয়ে থাকি, মোমবাতির আলোর মতো মৃদু প্রতিবাদে কর্কশ এই সময়ে স্নিগ্ধতার আলো ছড়াতে চাই? যদিও কোনো কিছুই আজ ‘নিরাপদ’ নয়, রাষ্ট্রশক্তি আর ক্ষমতাতন্ত্রের কাছে আমার আপনার একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরও আজ নিরন্তর নজরদারীর আওতায়। ‘ক্ষমতাতন্ত্র’ কোনো বিরুদ্ধ মতকেই আজ আমল দিত নারাজ। ‘গণতন্ত্র’ মানে এখন শাসকদলের (যে যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে) পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক কুচকাওয়াজে পা মেলানো । প্রশাসন মেরুদণ্ডীদের তার ভাবনা বৃত্তের বাইরে রেখেই বানাতে চায় যাবতীয় কার্যক্রম ।

‘মিডিয়া’ও আজ সুচতুর বশংবদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমার-আপনার মনোজগৎকেও শাষকগোষ্ঠীর অহরহ প্রচারিত ‘জ্ঞানবানী’র আলোয় আলোকিত করে তোলাই তার মুখ্য নিত্যকৃত্যে পর্যবসিত।

নিকৃষ্টতম দক্ষিণপন্থী রাজনীতির রমরমার এই আবহে জনগণের জীবন-জীবিকার মৌলিক প্রশ্নগুলি আজ ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। পরিচিতিসত্বার রাজনীতির কুটিল আবর্তে নিমজ্জিত করার চেষ্টা চলেছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ‘ইস্যু’গুলিকে । সুপরিকল্পিতভাবে কৃত্রিম ইস্যুগুলিকে সামনে রেখে জনমত নির্মানের প্রচেষ্ঠা চলেছে, যার একটি প্রধান উদ্দেশ্য

নির্বাচিত সরকারগুলির দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার প্রসঙ্গটিকে আড়াল করা। এই পরিবহে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে স্বৈরশাসনের ঝোঁক, 'ফতোয়া' জারি করে সমস্ত ভিন্ন মত তথা সমালোচনার অধিকারকে খর্ব করার ফ্যাসিস্টসুলভ প্রবনতা।

'সংবিধান' আক্রান্ত, সংসদীয় রীতিনীতির চূড়ান্ত অবমাননা, সুস্থ 'বিকল্প'-এর যে কোনো ভাবনাই দানা বাঁধতে পারছে না, কার্যতঃ সাধারণ মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জীবিকার অধিকারের ওপর একের পর এক আঘাত নেমে আসছে কিন্তু প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সচেতন, সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসে কেবলই ভাঁটার টান ।

তবু, এরই মধ্যে জেগে আছে – কৃষকদের লাগাতার আন্দোলন, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, দলিত আদিবাসীদের নানা সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দাবিতে ছাত্র যুবদের আন্দোলন, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের কর্মচারিদের বিভিন্ন অংশের আন্দোলন। প্রতিবাদের স্ফূরণ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটতে বাধ্য কিন্তু এখন প্রয়োজন দেশব্যাপী খণ্ড বিখণ্ড এই সব সংগ্রাম আন্দোলনকে শ্রেণী ও গণ-আন্দোলনের ঐক্যসূত্রে সংগঠিত করা। সেই কাজে নেতৃত্ব দিতে পারেন বামপন্থীরাই। দেশকে বাঁচাতে হলে সেই গুরুদায়িত্বভার তাঁদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। প্রচারসর্বস্ব ক্যারিশমাভিত্তিক নেতা/নেত্রীর 'ইমেজ' এর পরিবর্তে রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করতে হবে জোরদার 'নীতিভিত্তিক' বক্তব্য সম্বলিত কর্মসূচীতে। 'ক্ষমতাতন্ত্র' থেকে প্রকৃত 'গণতন্ত্র'-এ উত্তোরণের সেই পথেই খুঁজে নিতে হবে আগামী দিনের দিশা।

সাধারণ সম্পাদকের ডেস্ক থেকে – রিপোর্টাজ

২৩শে মে'র তাৎপর্যঃ-

আমাদের প্রিয় সংগঠনের পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালের ২৩শে মে রাইটার্স বিল্ডিংস্ এর ক্যান্টিন হলে আহুত কনভেনশনের মধ্য দিয়ে। জন্মলগ্নের পর থেকে প্রতি বছর ২৩শে আমরা সমিতি দপ্তরে বা অন্য কোনো সভাগৃহে মিলিত হয়ে আলোচনা সভা, সংগঠনের ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করি। এইবছর কোভিডের জন্য ও লকডাউন চলার কারণে শারীরিকভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। তাই আমাদের সংগঠনের Face book এ সেদিন একটি Live অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সদস্য অনুগামীদের কাছে তাঁর সময়োপযোগী সাংগঠনিক বার্তা পৌঁছে দেন।

ওইদিন সন্ধ্যা ৬-৩০ থেকে অনুষ্ঠানটি Live সম্প্রচারিত হয়। এখনও পর্যন্ত ৫০০ জন তা' দেখেছেন। সভার শুরুতেই সাধারণ সম্পাদক অতিমারীতে প্রয়াত মানুষজন, আমাদের সংগঠনের সদস্য তপন অধিকারী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিমাই প্রসাদ মুখার্জী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শুরুতেই তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ও তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে WhatsApp Group গুলোতে সদস্যদের উত্থাপিত নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে সংগঠনের বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে সরকারী কর্মচারী হিসাবে ন্যস্ত দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে প্রতিপালন করার পাশাপাশি ক্যাডারগত সমস্যা, আর্থিক দাবীদাওয়া ইত্যাদি অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠনের যে পথচলা শুরু হয়েছিল, তা' আজও একইভাবে জারি আছে। আবার পাশাপাশি ক্যাডার স্বার্থ তথা কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী যে কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিগতদিনের মতোই আজও সংগঠন একইভাবে সোচ্চার আছে। আমরা ট্রেড ইউনিয়ন করি, তাই ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে

তার ওপর দাঁড়িয়েই আমরা আমাদের মতামত ব্যাখ্যা করি। সেই মতামত পরিস্থিতি নিরপেক্ষ নয়। আমরা বিশ্বাস করি সামগ্রিক পরিস্থিতি যদি ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশের পরিপন্থী হয় তবে তার ফলাফল ভুগতে হয় শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদেরই। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। আমাদের অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে সবথেকে বড় উদাহরণ। আমরা নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীর অংশ বলেই মনে করি, কারণ আমাদের শ্রম(মেধা) বিক্রি করেই আমরা বেতন বা মজুরী পেয়ে থাকি এবং তা' নিয়োগ কর্তার শর্তে। তাই জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে RO, SRO-II, SRO-I সহ সমস্ত ধরনের identity এর উর্দ্ধে উঠে আমরা একত্র হয়েছি, যেখানে ক্যাডারস্বার্থই সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়।

তিনি বলেন, সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্যাডারস্বার্থে একের পর এক দাবি আমরা আদায় করতে পেরেছি। RO দের Pay-scale ক্রমান্বয়ে ১০নং থেকে ১২নং (১৯৯৫ সাল), ৩০১টি SRO-II পদবৃদ্ধি (১৯৯৫ সাল) সহ ক্যাডারদের promotional aspect বৃদ্ধি, pay fixation জনিত সমস্যার নিরসন, transfer policy তৈরি করা, WBCS(Exe.) যাওয়ার সুযোগ সম্প্রসারিত করা ইত্যাদি নানা দাবীদাওয়া বিগত দিনে আমরা অর্জন করতে পেরেছি ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সদস্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত দাবীদাওয়া সমিতির তরফ থেকে প্রতিটি Pay Commission এর কাছে উত্থাপন করা হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ক্যাডার স্বার্থ ছাড়াও সংগঠন তার সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালন করার চেষ্টা করেছে জন্মলগ্ন থেকেই। বিভিন্ন সময়ে রক্তদান শিবির ছাড়াও সাম্প্রতিক কোভিড অতিমারীজনিত কারণে দুঃস্থ মানুষ তথা পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে আম্ফান সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত মানুষের পাশে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যাওয়া প্রভৃতি

কর্মকাণ্ডে সমস্ত অনুগামী সদস্যদের মানসিক শারীরিক ও আর্থিকভাবে সংহতির দ্বারা সংগঠন তার সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালন করার চেষ্টা করেছে। আবার এরই পাশাপাশি সদস্য ও তাঁদের পরিবার পরিজনসহ জেলায় জেলায় মিলনমেলা, কেন্দ্রীয়ভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সদস্যদের কৃতী সন্তানদের পুরস্কার প্রদান সহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ধারাবাহিকভাবে পালন করেছে। কারণ, সমিতি মনে করে যে আমরা এই সমাজেরই অংশ, তাই আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়াতে পারি না। আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। বিভাগীয় কাজেই বলুন আর সংগঠনে – সবটাই pro-people হওয়া উচিৎ। এই বার্তাই সংগঠন তার সদস্য অনুগামীদের মধ্যে জারিত করার নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে সংগঠনে সদস্যরাই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, সংগঠনের মূল শক্তি। তাই সদস্যস্বার্থে transfer-posting, promotion সহ আর্থিক দাবীদাওয়া অর্জনের প্রশ্নে সংগঠনের নেতৃত্ব সদা তৎপর আছে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় বহুক্ষেত্রেই সংগঠন সদস্যদের relief দেওয়ার কাজে সফল হতে পারছে না। আমলাতন্ত্রের খামখেয়ালিপনা, উদাসীনতার ফলে তৈরী হওয়া জটিলতা সবসময় ভেদ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এ প্রসঙ্গে সবকটি সংগঠনই একবিন্দুতে অবস্থান করছে। এতদসত্ত্বেও আমাদের প্রিয় সংগঠন সাধ্যমতো লড়াই–আন্দোলনে ব্রতী আছে। ফল পাওয়া না পর্যন্ত যা সমাদর পায় না। কিন্তু সদস্যস্বার্থ রক্ষার্থে সংগঠনের দায়বদ্ধতা বা প্রচেষ্টাকে অবিশ্বাস করা সংগঠনকে দুর্বল করার সামিল - Trust your organization, Trust its ideology।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভার রিপোর্টিং

সমিতিগত কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে, গত ০৮/০৫/২০২১ তারিখে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী ভার্চুয়াল মাধ্যমেই(skype) তাদের সভা সম্পন্ন হয় এবং এই সভার সিদ্ধান্তের নিরিখে জরুরীকালীন ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা হয় ১১/০৫/২০২১ তারিখে (ভার্চুয়াল মাধ্যম–Skype)।

সাধারণ সম্পাদক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, ক্যাডার স্বার্থসম্পর্কীত বিষয়গুলির অগ্রগতি এবং সংগঠনের আশুকরনীয় বিষয়গুলিকে সামনে রেখে তাঁর সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সভায় পেশ করেন। আলোচনা মূল বিষয় ছিল - কোভিড সংক্রমনের দ্বিতীয় তরঙ্গ মোকাবিলায় আমাদের কর্তব্য। উক্ত সভার আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয় যে কোভিডে আক্রান্ত সমস্ত আধিকারিক ও তাদের পরিবার পরিজনদের পাশে থেকে তাদের সমস্ত রকম সহায়তা যা দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া এবং তাদের মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় সম্ভব হলে প্রতিটি মহকুমাতে স্বেচ্ছাসেবক টীম তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুরূপ একটি টীম থাকবে যারা সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি তত্বাবধান করবে এবং আন্তঃজেলা সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হবে। এই টীমগুলির সমস্ত সদস্যদের নামের তালিকা ও ফোন নং সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আক্রান্ত সহকর্মীর ও তার পরিবারের সদস্যের নাম, ঠিকানা সঠিকভাবে সংগ্রহ করা, তাদের চিকিৎসা ও আনুসাঙ্গিক পরিষেবাগুলো পাওয়ার বিষয়টা ঝঞ্ঝাটহীন হওয়ার পথ সুগম করার তৎপরতা নেওয়া এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়মিত ভাবে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানো। এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আংশিক লকডাউন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই RO দের Transfer, SRO-II ক্যাডার থেকে SRO-I এবং WBCS(Exe.) পদে পদোন্নতির বকেয়া বিষয়গুলি নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলা হবে। Departmental LR Service নিয়ে সমিতির বক্তব্য বিশেষত RO দের স্বার্থ বিষয়ক বক্তব্য কর্তৃপক্ষের সামনে তৎপরতার সাথে তুলে পারস্যুয়েশন জারি রাখতে হবে। সমিতির প্রত্যেক অনুগামীর ২০২০ ও ২০২১ সালের সদস্যপদ নবীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে জেলা কমিটিকে।

সমিতিগত তৎপরতা

রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনের কাজে অধিকাংশ কর্মীনেতৃত্ব যুক্ত থাকার কারণে মার্চ এপ্রিল মাসে সমিতির স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস উপলক্ষে কোনো কর্সূচী কেন্দ্রীয় দপ্তরে উদযাপন করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধির জটিলতায় ক্যাডারদের বদলি এবং LR Service সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতিগত পারস্যুয়েশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে আরও মারণ ক্ষমতা নিয়ে কোভিড সংক্রমনের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ে। আমরা আবার গৃহবন্দী হয়ে পড়ি, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয় ফলত কাজের পরিসরে যোগদানও অনেকাংশে অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

এতদসত্ত্বেও, সমিতিগত কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে, গত ০৮/০৫/২০২১ তারিখে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী ভার্চুয়াল মাধ্যমেই(skype) তাদের সভা সম্পন্ন করে। এই সভার সিদ্ধান্তের নিরিখে জরুরীকালীন ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা হয় ১১/০৫/২০২১ তারিখে (ভার্চুয়াল মাধ্যম-Skype)। আলোচনা মূল বিষয় ছিল – কোভিড মোকাবিলায় আমাদের কর্তব্য। উক্ত সভার আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয় যে কোভিডে আক্রান্ত সমস্ত আধিকারিক ও তাদের পরিবার পরিজনদের পাশে থেকে তাদের সমস্ত রকম সহায়তা যা দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া এবং তাদের মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় সম্ভব হলে প্রতিটি মহকুমাতে স্বেচ্ছাসেবক টীম তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুরূপ একটি টীম থাকবে যারা সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি তত্বাবধান করবে এবং আন্তঃজেলা সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হবে। এই টীমগুলির সমস্ত সদস্যদের নামের তালিকা ও ফোন নং সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আক্রান্ত সহকর্মীর ও তার পরিবারের সদস্যের নাম, ঠিকানা সঠিকভাবে সংগ্রহ করা, তাদের চিকিৎসা ও আনুসাঙ্গিক পরিষেবাগুলো পাওয়ার বিষয়টা ঝঞ্ঝাটহীন হওয়ার পথ সুগম করার তৎপরতা নেওয়া এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়মিত ভাবে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানো। এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আংশিক লকডাউন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই RO দের Transfer, SRO-II ক্যাডার থেকে SRO-I এবং WBCS(Exe.) পদে পদোন্নতির বকেয়া বিষয়গুলি নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলা

হবে। Departmental LR Service নিয়ে সমিতির বক্তব্য বিশেষত RO দের স্বার্থ বিষয়ক বক্তব্য কর্তৃপক্ষের সামনে তৎপরতার সাথে তুলে পারস্যুয়েশন জারি রাখতে হব।

২৩শে মে সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 'আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমিতির ফেসবুক চ্যানেলে লাইভ অংশগ্রহন করে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সমিতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বার্তা দেন।

২৬ থেকে ২৮শে মে'র মধ্যে ইয়াসের তাণ্ডবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী অংশে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রান্তিক ঐ মানুষগুলোর করোনা অতিমারীজনিত আর্থিক ক্ষতির ওপর এই আঘাত দুর্বিষহ। এই প্রেক্ষাপটে ৩০/০৫/২০২১ তারিখে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর একটি বর্ধিত সভায় জেলা সম্পাদকগণের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তহবিল গঠন করা হবে যেখানে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ নূন্যতম ১০০০ টাকা এবং অন্য সদস্য/অনুগামীরা নূন্যতম ২০০ টাকা করে সাহায্য করবেন। সমিতির প্রত্যেক সদস্যের এই তহবিলে নিজ সামর্থ্যমতো যোগদান নিশ্চিত করতে হবে। এই সাংগঠনিক কার্যক্রমে সকল সদস্যের স্বতঃস্ফুর্ত যোগদানটাই মূল বিষয়।

এই কার্যক্রমে এখনও পর্যন্ত তিনটি শিবির সংগঠিত হয়েছে।

- ১৩/০৬/২০২১ - পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কন্টাই ১ ব্লকের মৎস্যজীবি অধ্যুসিত শৌলা রঘুসর্দারবাদ অঞ্চলে ২০০টি পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী ও ১০০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর হাতে শিক্ষা অনুশীলন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।
- ১৪/০৬/২০২১ - হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২ ব্লকের ডিহিমন্ডলঘাট ১ পঞ্চায়েতের বানিয়া ও সাইবানিয়া গ্রামের ৩৫০ পরিবারের হাতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

- ১৯/০৬/২০২১ - দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা ব্লকের কুমীরমারিতে ৩০০টি পরিবারের হাতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এবং ৫০ জন শিশুর জন্য বস্ত্রসামগ্রী দেওয়া হয়।
- ২৭/০৬/২০২১ - দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী ব্লকের পশ্চিম দেবীপুর গ্রামে ২০০টি পরিবারের হাতে খাদ্য, শিশুবস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

❖ **Revenue Officer বদলির বিষয়টি অধিকর্তার দপ্তর থেকে টালবাহানা করে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে না। এর প্রতিবাদ জানিয়ে আরও একবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।**

Memo. No. 07/ ALLO/21 Dated: 05/07/2021

To
The Director of Land Records & Survey,
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata - 700027.

Sub: Transfer of Revenue Officers [WBSLRS Gr-I] from A & B Zones.
Our ref: Memo. No. 05/ALLO/21 Dated 11/02/2021.

Sir,

We are constrained to remind and state again, with reference to our previous letter, that the ROs serving in A and B zones faced the brunt of covid and general election to the legislative assembly of West Bengal with a denial of a transfer order which was naturally due to them prior to the pandemic.

They are serving as RO, extending from 4 to 6 years in the A and B zones. Their expectation of a due and legitimate transfer order as per guidelines, has time and again been refused and with held with no rhyme and reason.

Moreover, about 100 Revenue Inspectors have been promoted to the rank of Revenue Officer in different districts. Their final posting is also pending and withheld by your good office. The transfer of RO also includes these newly promoted officers now attached in different district offices of BL&LROs awaiting final posting.

Hence, on behalf of our beloved association, we reiterate again to kindly issue necessary order of transfer of Revenue Officers who are serving in A-zone districts for 3 years or more and in B-zone districts for 4 years or more to their respective home district/zones.

This is for your kind perusal and necessary action.

Yours faithfully,
General Secretary

- **WBCS(Exe.) ক্যাডারের ফিডার হিসাবে SRO-II দের পদোন্নতির বিষয়টি বিভাগীয় পর্যায়ে বকেয়া থাকায় ইচ্ছুক SRO-II পদোন্নতি হচ্ছে না এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এই বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে বিভাগীয় সচিবের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়েছে।**

Memo. No. 08/ALLO/2021 Dated 07/07/2021

To

The Principal Secretary& Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,

Sub: Promotion to the cadre of WBCS (Exe.) from feeder cadre SRO-II of the L&LR and RR&R Department, Government of West Bengal.

Ref: Letter of PSC, West Bengal no. III/50-PSC/IP-82/2019 dated-22/02/2021 of the Joint Secretary & Our Ref:- 13/ALLO/ dated 22/12/2020

Sir,

From the reference of PSC, West Bengal above, several facts have come to light, whereby most of the serious issues had been agitated and raised by our association in the past.

The PSC states that there are 51 vacancies from SRO-II

(i) Still unfilled vacancy of 2016:- 4
(ii) Fresh quota of 2017:- 21
(iii) Fresh quota of 2018:- 26
Total as cumulative against 2018:- 51(10 SC & 4 ST)

The cardinal issue of unfilled vacancies is due to sending the names of the unwilling candidates (SRO-II) or counting them within the zone of consideration. We hail the decision of increasing the zone of consideration to six times of vacancy. Yet, there will remain a gap between demand of SRO-II over supply. Only and only road is to consider the names (6 times) amongst the willing candidate (SRO-II) in the gradation list leaving aside the unwilling SROIIs.

The unwilling SRO-IIs, though figuring in the gradation list, should not be considered in person or as numbers in the zone of consideration. This has resulted in gluttony of SRO-IIs who are eligible to get promotion, but simply gets left out due to computation method of zone of consideration. Even with six times multiplier, the result will be same. The authority has time and again failed to realize the situation and the indifference of a certain section of SROII and on the other hand the craving of other eligible SRO II to get promoted to WBCS(Exe.) in due time. They are missing the bus for no fault of their own.

By the resolution of creation of LR Service without formulating the rules and modalities of who will be eligible to be induced in the proposed LR Service, the cadre stays at askance to the weird situation of not getting a chance to be promoted to WBCS(Exe.) or to be induced into the LR Service.

Not getting into the nitty-gritty of the conundrum, we simply demand that the Names of the SRO-IIs who are willing and eligible be sent to PSC, West Bengal to the tune of 51 X 6 = 306 willing SRO-IIs for promotion to WBCS(Exe.) cadre. Otherwise the train will be running with vacant berths while the eligible passengers remain stranded in the platform.

Our views regarding constitution of the LR Service which definitely based on elimination of any discrimination or deprivation to any existing cadre of WBSLRS Gr-I, SRO-II vis-a-vis the existing available channels and opportunity of career advancement through promotion. But, that chapter will be raised separately.

Hence, at present we urge to kindly send the names immediately to Public Service Commission, West Bengal as per our suggestion, in order to establish the natural justice to the poor cadres of SRO-II and save them from any further deprivation.

Yours faithfully,
General Secretary

- **গত ফেব্রুয়ারী,২০২১ মাসে বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যে WBLR Service গঠনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এলেও ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই বিষয়ে কিছু সংগত প্রশ্ন বিদ্যমান রয়েছে। সেই সম্পর্কীত বিস্তারিত প্রক্রিয়া ও খসড়া বিধি প্রকাশ করার দাবী বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়।**

Memo. No. 09/ALLO/2021 Date: 13/07/2021

To
The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal.

Sub: Modalities of newly constituted WBLR Service with Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal.

Ref: Our earlier correspondence vide No. 06/ALLO/2021 Dated 15/02/2021.

Sir,

With reference to the above, the awaited, contemplated resolution to introduce WBLR Service is learnt to be on anvil in terms of framing and drafting the necessary rules.

With eloquence and silence, with expectations and anxiety, the entire cadre of RO, SRO-II and SRO- I are keeping their finger crossed.

The cardinal issue is the minds of the Revenue Officers and particularly the newly promoted SRO-IIs is to what extent the service-

(a) will absorb the SRO-II

(b) whether the RO cadre will be declared as sole feeder to the WBLR Service

(c) to what extent the direct recruitment will slash the scope of the feeder and from when

(d) to what extent the existing cadre benefits and opportunities will go out of Land and curtailed

(e) how long will the status of feeder to WBCS (Exe) could be retained by SRO-II after introduction of LR service and how early will the names of SRO-II s within the zone of consideration be sent to PSC. WB for filling up vacancy from 2016--18.

The trauma of the entire cadre revolving round the perception of perniciousness of the constitution of service by leaving aside a section of the cadre is the vera causa of the anguish.

We, once again request to publicize the draft rules prior to it's finalization for consideration of the cadre organizations and to put up their suggestions.

At present about 950 (SRO-II & SRO-I) are working in L&LR Department. The cadre strength of SRO-II is 861. Though there is no cadre strength spelt specifically, the number of SRO-I working had touched to 190 marks. Therefore, taking together the SRO-II and SRO-I amounts to the tune of 1050. We proposed to add 200 more post converted from WBSLRS Gr-I to constitute the Service with about 1250 cadres.

Further, we would like to suggest keeping in abeyance, the direct recruitment to LR Service for at least five years after its introduction to absorb law of opportunity due to this structural change in service condition and method and mode of recruitment.

After reduction of 200 posts the WBSLRS Gr-I will be 1534-200=1334. Hence, 1334: 1250 is a favorable ratio which even with a 20% direct recruitment to the service cadre, can compensate the loss of opportunity of WBSLRS Gr-I which they are enjoying at present.

Some, nickel and dime organization had tried once and again to convince the authority to constitute a service hastily with the strength of few numbers of SRO-II and SRO-I. There was no rhyme or reason behind such proposition save and except sheer opportunism.

Looking into the interest of the base cadre RO, as prime to us, we opposed to such backstabbing and suicidal attempts in the past. We still remain committed to our age old stand of maintaining the unity of RO SRO-II and SRO-I cadres under the umbrella of the organization.

We don't know, whether the authority will grant the publication of the said rules seeking opinion, but, we pray to grant us an audience to place our concern and issue immediately.

Yours faithfully,
General Secretary

❖ অতি সম্প্রতি SRO-II ক্যাডারের ১৫ জন আধিকারিকের এবং ৪ জন RO পর্যায়ের আধিকারিকের বদলির দুটি পৃথক আদেশনামা আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয় যার কোনো ব্যাখ্যা সমিতির কাছে নেই। কোনো নিয়ম নীতির পরোয়া না করেই এই আদেশনামা বজ্রপাতের মতোই আধিকারিকদের ওপর পতিত হয়। তাদের মধ্যে এমনও দুজন আধিকারিক রয়েছেন যাদের অবসরের আর এক বছরও নেই। এই স্বেচ্ছাচারী আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে প্রতিকার চেয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবী করেছে।

Memo. No. 10 / ALLO/21 Dated: 15/07/2021

To
The Director of Land Records & Survey,&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata - 700027.

Sub: Protest against whimsical transfer order of SRO-II.
Ref: Your Order No.325/110/B-II/19 dated 13/07/2021

Sir,
We are astonished to find the order under reference which has been issued against the transfer guidelines or bearing any rhyme or reason.

Some of the incumbents who after serving for several years in the outlying districts and hadbeen transferred recently near their home, were again ordered to far away districts.

Some of the SRO-IIs who were serving for 4-5 years far away from their home districts werefurther ordered to move to remote districts.

We fail to understand the reason behind such acrimonious attitude working behind such anorder.
Our cadres particularly SRO-IIs and ROs had been discriminated against by with-holding thedue transfer orders under the pretext of pandemic and election. All other departments including the BDOs

had been transferred during this period save and except the BL&LROs and ROs.

The list of eligible SRO-IIs and ROs awaiting transfer from A and B zones is growing everyday. The propensity of flagrant violation of the transfer guidelines as published by the department itself only shows the extent of despondency of the authority, acting without any expediency.

We would not like to expatiate over the matter but request to immediately initiate remedial measure along with issuing an appropriate order.

This is for immediate intervention and necessary action from your good office.

Yours faithfully,
General Secretary

Memo. No. 11 / ALLO/21 Dated: 20/07/2021

To
The Director of Land Records & Survey,
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata - 700027.

Sub: Protest against whimsical transfer order of ROs.

Ref: Your Order No.300/109/B-II/18Pt-2 dated 13/07/2021.

Sir,

Through this letter we on behalf of our beloved association would like to remonstrate against the order which is bolt from the blue for the poor Revenue Officers.

Among the four Revenue officers both the following have already submitted their representation to your good office from where the state of their affairs have been stated clearly.

(a) Sri Nilotpal Bhatta, RO, Hoogly district has only four months left to be superannuated. He is suffering from sudden demise of his wife and bringing up a child. His service-book has already been sent to the AG, West Bengal. He is working in Haripal Block, Hoogly. Hoogly being his home district is expected to retire from that district. All of a sudden he has been transferred to Alipurduar.

(b) Sri Joydev Roy, RO, Howrah has a year to retire. The poor RO has also been transferred with similar vengeance and spots which is unexpected from the august office of DLRS & Jt. LRC, West Bengal which is definitely a collective endeavor.

Our association question this order and strongly believe that the order was passed against the Revenue Officer under a cavil. Such flagrant and colourable exercise of power by the authority without any expediency only entices ruthless criticism.

I, on behalf of our association request you to consider the prayers of the concerned officers and do the needful to mitigate their hardship.

Yours faithfully,
General Secretary

❖ **বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যে WBLR Service গঠনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এলেও ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিশেষত WBSLRS Gr-I ক্যাডারদের বিষয়ে বেশ কিছু সংগত আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে। এই বিষয়ে সমিতিগত দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র ক্যাডারের কাছে তুলে ধরতে একটি চিঠি দেন সাধারণ সম্পাদক।**

সমগ্র ক্যাডারের প্রতি আহ্বান
প্রসঙ্গ বিভাগীয় সার্ভিস

প্রিয় সাথী,

আশাকরি এই অতিমারীজনিত পরিস্থিতিতে সকলে সপরিবারে সুস্থ আছেন। কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি প্রসঙ্গে আসি। বিগত ১১/০২/২০২১ তারিখে L&LR and RR& R দপ্তর থেকে আমাদের বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের উদ্দেশ্যে একটি Notification জারী হয়েছে (Notification No. 406/IE-02/2020-Apptt.), তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এই Notification এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি পত্র (স্মারক নং 06/ALLO/2021 তাং- 15/02/2021) বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে প্রেরণ করি এবং বিগত ১৭/০২/২০২১ তারিখে সমিতির You Tube Channel এ Live (Link: http://youtu.be/3WAAaSa6IUw) বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গে আমাদের সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরি। যা এখনও পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মানুষ দেখেছেন। ধারণা করতে পারি যে ক্যাডারের বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য

পৌঁছেছে। পরবর্তীতে, বিভিন্ন সূত্র থেকে সার্ভিস গঠনের modalities, সংখ্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানারকম খবর পাওয়া যাচ্ছে যা হয়তো আপনাদেরও অজানা নয়। তাই পুনরায় এই প্রস্তাবিত সার্ভিস সম্পর্কে অত্যন্ত জরুরী কিছু বিষয় প্রয়োজনীয় বলে মনে করে আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম।

১. ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে বিগত ২০মে ২০১৬ তারিখ আমরা যে Memorandum প্রদান করেছিলাম এবং ২৫/১০/২০১৬ তারিখে pay commission র কাছে hearing এর সময় বিভাগীয় সার্ভিস গঠন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল – (ক) ৮৬১ জন SRO-II, ১৭০ জন SRO-I (তখন সর্বোচ্চ সংখ্যায় কর্মরত) এবং ২০০টির মতো RO post কে convert করে অর্থাৎ (৮৬১+১৭০+২০০) ১২৩১ জনকে নিয়ে SRO পদ গঠন ও তাঁদের ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ নং Scale প্রদান; (খ) WBSLRS Gr-I কে প্রস্তাবিত SRO পদের sole feeder করা অর্থাৎ কোনো direct recruitment থাকবে না। Secretariat Service এর ধাঁচে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন। প্রায় অনুরূপ দাবী আমরা ২০০৮ সালে(স্মারক নং 91/ALLO/WB/08 তাং- 17/11/2008) ৫ম বেতন কমিশনের কাছেও করেছিলাম। এর সঙ্গে R.O. দের জন্য 'C' group এর সর্বোচ্চ scale ১৫ নং র দাবিও জানিয়েছিলাম।

২. বিগত ১১/০২/২০২১ তারিখের Notification কে আমরা প্রাথমিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলাম। কিন্তু একইসাথে বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে পত্র দ্বারা (স্মারক নং 06/ALLO/2021 তাং- 15/02/2021) এবং সমিতির YouTube Channel এ Video তে (১৭/০২/২০২১ তারিখে প্রচারিত) আমরা প্রস্তাবিত সার্ভিস-এর সম্পর্কে কিছু আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। বিশেষতঃ base cadre WBSLRS GR-I এর ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম।

৩. বিগত সময়ে বহুবার এবং গত ১৩/০৭/২০২১ তারিখে পুনরায় পত্র মারফৎ বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি এবং প্রস্তাবিত সার্ভিসের draft rule ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা দাবী করেছি। ক্যাডারের একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে আমরা মনে করি আমাদের সমগ্র ক্যাডারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যে সিদ্ধান্তের ওপর সেই প্রসঙ্গে সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া আদৌ সমীচীন নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বারে বারে দাবী করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে Authority এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই।

৪. উপরোক্ত দাবীদাওয়া নিয়োগকর্তার নিকট এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের নিকট উত্থাপনের প্রেক্ষাপটটি আপনাদের আবারও মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত ক্যাডারস্বার্থে সমস্ত দাবীদাওয়াই আমরা প্রতিটি রাজ্য সম্মেলনে গ্রহণ করেছি। রাজ্য সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির (যা আমাদের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক Forum) একাধিক সভায় সেই সমস্ত দাবী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। দাবীসনদ গ্রহণ করার প্রশ্নে বিশেষতঃ সার্ভিসের দাবী উত্থাপন করার ক্ষেত্রে আমরা মূলতঃ তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছি – (ক) বাস্তবতাকে মাথায় রেখে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত দাবীসনদ রচনা; (খ) SRO-I, SRO-II ও RO দের existing benefit এর বিন্দুমাত্র curtailment যাতে না হয় সেটা নিশ্চিত করা; (গ) SRO-I, SRO-II ও RO – এই তিনটি ক্যাডারের ঐক্য যেন কোনোভাবেই বিনষ্ট না হয় সেটা দেখা।

সংগঠনের সর্বস্তরের নেতৃত্বে SRO-I, SRO-II ও RO দের প্রতিনিধিত্ব আছে। আমরা কখনও কোনো একটা

ক্যাডার বিশেষের দাবীকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখিনি বরং সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে base cadre অর্থাৎ WBSLRS Gr-I এর স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি, এই understanding থেকেই যে base cadre এর upliftment হলে automatically ওপরের cadre গুলোর upliftment হতে বাধ্য। যে কারণে সংগঠনের জন্মলগ্নের পর থেকেই পাখির চোখ হিসাবে WBSLRS Gr-I এর pay scale 'C'-Group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম করার জন্য লড়াই করেছি এবং বিগতদিনে ক্রমান্বয়ে তা' অর্জন করেছি, ২০০৮ সালেই। তিনটি cadre এর unity-র প্রশ্নে কোনো আপোষ করিনি। Identity politics এর হাত ধরে cadre ঐক্য বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা আগেও ছিল, এখনও আবার তৈরি হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। SRO-I বা SRO-II-রা তো সিনিয়র WBSLRS Gr-I ,অন্ততঃ আমরা তেমনই মনে করি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পারষ্পরিক স্বার্থ কিভাবে একে অন্যের পরিপন্থী হয়? এটা ঠিকই ক্যাডারের জন্য উন্নত বেতনক্রম, promotional aspect, সার্ভিস ইত্যাদি প্রসঙ্গ যখন সামনে আসে তখন ব্যক্তিগতভাবে আমরা বর্তমানে যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি (চাকরীগত অবস্থান) সেখান থেকে কার কতটা বেনেফিট হবে তা ভাবতে থাকি। এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিচিন্তাকে একত্র করে, সকলের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্যই তো সংগঠন। নাহলে তো আমরা ব্যক্তিগতভাবে memorandum জমা দিতে পারতাম বা নিজস্ব দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবেই নিয়োগকর্তা বা authority-র কাছে দরকষাকষি করতে পারতাম। এই রকম ভাবনা কেবল ক্যাডার ঐক্যকেই বিনষ্ট করে, আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল করে। কখনোই দাবীদাওয়া অর্জনের পথকে সুগম করে না।

৫. ইতোমধ্যে বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে যে আনুমানিক ৬০০ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠন হতে চলেছে, যা আমাদের দাবী করা সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। এইমুহূর্তে SRO-II এবং SRO-I হিসাবে কর্মরত আছেন প্রায় ৯৫০ জন অর্থাৎ ৬০০ জনকে নিয়ে সার্ভিস হলে প্রায় ৩৫০ জন SRO-II বাদ পড়ে যাবেন। তার পেছনে আছেন আনুমানিক ১৩০০ জন WBSLRS Gr-I অর্থাৎ RO। আবার এই ৬০০ জন থেকে ২০% direct recruitment এর সংখ্যাটা বাদ দিয়ে induct করা হবে কি না তা জানা নেই, তাহলে প্রকৃত সংখ্যা আরো কমে যাবে। WBCS(Exe.) এ যাওয়ার সুযোগ কী থাকবে? জুনিয়রদের বিশেষতঃ RO দের ভবিষ্যৎ কী? ইতোমধ্যে WBCS(Exe.) এ যাওয়ার যে vacancy তৈরী হয়েছে তা fill up কবে হবে ? কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

৬. দীর্ঘদিন আগে একইরকমভাবে ১০০-১৫০ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠনের একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। বলা হয়েছিল 'আগে তো একটা কিছু হোক তারপর দেখা যাবে'। আমরা সেই মতামতের সঙ্গে একমত হতে পারিনি এবং ঐ জাতীয় সার্ভিস গঠনের বিরোধিতা করে ছিলাম। আজ যে উদ্বেগ,আশঙ্কা আমাদের মধ্যে কাজ করছে সেদিনও পরিস্থিতি একই রকম ছিল, অর্থাৎ খণ্ডিত সার্ভিস এর ফলে উদ্ভূত বিপদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সময় থেকেই আমাদের গায়ে 'সার্ভিস বিরোধী' এই তকমা সেঁটে দেওয়া হয়েছিল। যা আজও প্রচারে আছে। এই তকমা আমাদের প্রাপ্য কিনা বিচারের ভার আপনাদের। এবারেও প্রকাশ্যে এবং on record আমরা প্রস্তাবিত সার্ভিস প্রসঙ্গে যে বক্তব্য উত্থাপন করেছি বা করছি তাতে আবারও আমাদের 'সার্ভিস বিরোধী' বলা হবে কি না জানি না। কিন্তু দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে এই সমস্ত প্রসঙ্গ ক্যাডারের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য বলেই মনে করি। সেই দায়বোধ থেকেই আপনাদের বলছি।

৭. আবার এটাও সত্য যে ক্যাডারের pay scale upliftment বা promotional aspect বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গে কোনো অগ্রগতি ঘটলে সাধারণতঃ সিনিয়ররা তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা তা কোনো অবস্থাতেই

জুনিয়রদের ক্ষতি করে চাই না। আমরা যখন দাবী সনদ তৈরী করি তখন ক্যাডারের শেষতম আধিকারিকের সুবিধা কী হবে – সেই ভাবনা থেকেই শুরু করি। এই কারণেই সার্ভিসের দাবী কখনোই আমাদের কাছে কোনো 'মোহ' নয়। বরং সার্ভিস এর মধ্যে দিয়ে আমরা চাই সমগ্র ক্যাডারের জন্য আরো উন্নত বেতনক্রম, উচ্চতর পদবৃদ্ধি, পদমর্যাদা বৃদ্ধি, better promotional aspect ইত্যাদি। তাই কেবলমাত্র 'সার্ভিস' শব্দটার প্রতি মোহগ্রস্থ না হয়ে তিনটি ক্যাডারের সার্বিক উন্নতি চেয়েছি। যে সার্ভিস তিনটে ক্যাডারেরই উন্নতি করে না, ক্যাডার ঐক্যে ফাটল ধরায় তা আমরা কোনোদিনই সমর্থন করি নি। এই ধরনের সমস্ত দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবেই প্রতিরোধ করেছি। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় সামগ্রিক পরিস্থিতি যেখানে বিরাজ করছে তাতে এবারের লড়াইয়ে কতটা সাফল্য পাব, তা নিয়ে আমরা চিন্তিত।

৮. ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে আমরা দাবী করেছিলাম যে WBSLRS Gr-I কে 'C' Group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫নং scale দিতে হবে। 'সম গ্রুপে সম বেতন' – এই নীতির ভিত্তিতেই এই দাবী, যা কোনোভাবেই ' absurdity of highest order' নয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিক ও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকটও এই দাবী উত্থাপন করেছি। কেবলমাত্র এই দাবীটি আদায় করতে পারলেই MCAS এর সুবিধা পেয়ে আমরা সবাই ১৮নং scale অবধি পৌঁছতে পারব। বর্তমানে প্রস্তাবিত সার্ভিসেও ১৮নং scale এর বেশী (তাও সকলে পাবেন না) পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে (২-৪ জন হয়তো ১৯ নং পেতে পারেন)। সেক্ষেত্রে existing benefit এর কোনো curtailment হচ্ছে না বা feeder হিসাবে WBCS(Exe.) এ যাওয়ার রাস্তা ও একই সাথে SRO-I হওয়ার রাস্তা খোলা থাকার কারণে promotional aspect এরও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আমাদের ধারণা এই দাবী আদায় করতে পারলে কোনো জটিলতা ছাড়াই ৩টে ক্যাডারেরই ইপ্সিত লক্ষ্যপূরণ সম্ভব।

পরিশেষে বলি সার্ভিসের বিরোধিতা নয়, আমাদের দাবী মোতাবেক প্রস্তাবিত সার্ভিস গঠন করতে হবে। 'খণ্ডিত দর্শন'এর মতো 'খণ্ডিত সার্ভিস'-এও আমরা বিশ্বাস করি না। 'কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস' – এটা মেনে নেওয়া যাবে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সংগঠনের সাথে আলোচনা করতে হবে। একতরফাভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। SRO-I, SRO-II ও RO – তিনটি ক্যাডারের স্বার্থকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। ক্যাডার ঐক্যকে বিনষ্ট করার যে কোনরকম অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। ক্যাডার স্বার্থের প্রশ্নে আমরা আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। যে উদ্বেগ, আশঙ্কা আমাদের মধ্যে কাজ করছে তার নিরসন করতে গেলে আজ সংগঠন নির্বিশেষে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। 'আগে কিছু হোক, পরে দেখা যাবে' বা 'যা হচ্ছে নিয়ে নিই, পরে আবার আন্দোলন করা যাবে' অথবা 'দেখাই যাক না কী হয়' – এই সমস্ত বক্তব্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসুন আমরা সমগ্র ক্যাডার ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়োগকর্তা তথা প্রশাসনের কাছে দাবী জানাই অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তাং- ১৪/০৭/২০২১

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

চঞ্চল সমাজদার
সাধারণ সম্পাদক

আমাদের নেতা
নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৮-২০২১)

- ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র

আমাদের প্রিয় সমিতি এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল (সংক্ষেপে ALLO নামেই অধিক পরিচিতি) এর অন্যতম পুরোধা নেতৃত্ব নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর জীবনাবসানের সংবাদ আমরা অর্থাৎ সমিতির প্রাক্তন ও বর্তমান অনুগামীরা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছি। বিরোধী সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব ও অনুগামীরাও খবরটা জেনেছেন। গত ২৫শে মার্চ ২০২১ রাত ৮-৩৫ নাগাদ আমি ফোনে একজন প্রাক্তন নেতৃত্বের কাছ থেকে নিমাইয়ের মৃত্যুর খবরটা পাই। পরে খোঁজখবর করে নিশ্চিত হই যে ঐদিন কিছু সময় পূর্বে নিমাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তখন সমিতির বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রায় সকলেই নির্বাচনের কাজে প্রশাসনিকভাবে ব্যস্ত ছিল। আমরা যারা প্রাক্তন নেতৃত্ব তারা সবাই করোনার ভীতি বিহ্বল আবহে প্রায় ঘরবন্দী ছিলাম। বড়ই আফশোস রয়ে গেল, নিমাইয়ের অন্তিমযাত্রায় শামিল হতে পারলাম না বলে। এভাবে আমাদের অন্যতম প্রিয় নেতার বিদায়কাল মনকে ভীষণরকম বিষাদগ্রস্থ করেছে। তথাপি একটুখানি সান্ত্বনা, সমিতির সাধারণ সম্পাদক অনুজপ্রতিম চঞ্চল সমাজদার ৩-৪ জন সিনিয়রদের উপস্থিতিতে ও পরিবার-পরিজনদের সাথে সাক্ষাৎ করে পরদিন সকালে অন্ত্যেষ্টি কার্যের পূর্বে নিমাইয়ের মরদেহে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনটুকু করতে পেরেছে।

নিমাই এর স্মৃতিচারণ সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ করার লক্ষ্যে এ লেখার ভার আমার ওপর পড়েছে। বাড়িতে পুরোনো পত্র-পত্রিকা ও ডকুমেন্টগুলি দেখার কোনো সুযোগ নেই। ওগুলো সব সমিতি দপ্তরে রক্ষিত রয়েছে; অথচ লকডাউনের বিধি নিষেধ এমন যে কাগজগুলি সমিতিদপ্তরে সশরীরে গিয়ে দেখার সুযোগ নেই। তাই স্মৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে নিমাইয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন উপলক্ষ্যে অতীতের কিছু কথা বলার প্রয়াস। সমিতির বর্তমান অনুগামীদের কাছে তাদের প্রয়াত নিমাইদাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও সমকালীন সহকর্মীদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এই লেখা।

ALLO সমিতির নবরূপায়ন ঘটে ১৯৮৭ সালের ২৩শে মে। সেইদিন যে কনভেনশন হয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংসের ক্যান্টিন হলে সেই কনভেনশনের প্রধান আকর্ষক ব্যক্তি ছিল নিমাই। কনভেনশন সফল করতে রাজ্য জুড়ে অনেক কর্মী-সংগঠক তাঁদের সাধ্যমতো

প্রয়াস নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু, কনভেনশনে আগত অনুগামী বন্ধুদের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল নিমাই মুখার্জী কী আহ্বান দিচ্ছেন তার প্রতি। কনভেনশন থেকে নতুন নামে ভূমি সংস্কার দপ্তরে মধ্যবর্তী স্তরের আধিকারিকদের সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮র কনভেনশনের যুগ্ম-আহ্বায়ক নিমাই মুখার্জী ও আমি SRO-II প্রমোশন পেয়ে গিয়েছি। কৌশলগত কারণে তাই WBSLRS Gr I পদে কর্মরত একজনকে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ এর কনভেনশন থেকে আহ্বায়ক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। ২৩শে মে'র কনভেনশন থেকেও তাকেই প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্বের আসনে নিমাই-ই ছিল। ১৯৮৮-র ১ম রাজ্য সম্মেলনে নিমাই সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত না হয়ে, হয়েছিল যুগ্ম সম্পাদক। সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে পদের প্রতি মোহমুক্ত থাকার সার্থক উদাহরণ। ১৯৯০-র দ্বিতীয় ২য় রাজ্য সম্মেলনেও নিমাই যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৯২-র রাজ্য সম্মেলনে নিমাইকে নির্বাচিত হতে হল প্রধান Executive কর্মকর্তার বদলে অন্যতম সহ-সভাপতির পদে। আমাকে নির্বাচিত হতে হল নিমাইয়ের ছেড়ে দেওয়া যুগ্ম সম্পাদক পদে। সেদিন সমিতির কাছে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ৩য় রাজ্য সম্মেলনের কয়েকমাস পূর্বে নিমাইয়ের শরীরে মারণরোগ ক্যান্সার ধরা পড়ে। সরকারী হাসপাতালে অপারেশন করে পাকস্থলীর অর্ধেকটাই বাদ দিতে হয়। অদম্য প্রাণশক্তি ও অকুতোভয় সাহসের অধিকারী নিমাইয়ের শারীরিক সামর্থ রোগের আক্রমণে প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে। তাই ALLO সমিতিকে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ নিমাই পেয়েছিল মাত্র ৪ বছরের মতো। যদিও ২০০৮ সালে ১১শ তম সম্মেলন থেকে অর্থাৎ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে নিমাইকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯৯২ থেকে ২০০৮ অবধি নিমাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অংশ হিসাবে যেটুকু contribute করেছিল, সেটা সম্পূর্ণ তার অসম্ভব মনের জোর এর বলেই করেছিল। মারণরোগ তার শরীরটাকে ধীরে ধীরে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল।

আমার মতে নিমাই ছিল অবিভক্ত সমিতির অবিসংবাদী নেতা। নিমাইয়ের সাথে আমরা ৮১১ জন তরুণ ভূমি প্রশাসনের WBSLRS Gr-I পদে নিযুক্ত হয়ে ১৯৭৪ এর এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে কাজে যোগ দিয়েছিলাম। তার পরের বছর জুনে জারী হল সারা দেশে জরুরী অবস্থা। জরুরী অবস্থা জারী হওয়ার পূর্বেই পঃ বঃ সেটেলমেন্ট কানুনগো সমিতি নামে এক সমিতি রাজ্যের সব জেলাতেই সেটেলমেন্ট কানুনগোদের সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিল। নবনিযুক্ত ৮১১ জন WBSLRS Gr-I দের প্রায় সবাইকেই সেবার সেটেলমেন্ট কানুনগো-১ পদে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নিমাইয়ের প্রথম পোষ্টিং ছিল বর্ধমান জেলায়। তখন বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলা নিয়ে ছিল Burdwan-Bankura

Settlement Office – যার HQ ছিল বর্ধমানের রাজবাড়িতে। আমারও প্রথম পোষ্টিং ছিল ঐ বর্ধমান জেলায়। সেটেলমেন্ট কানুনগো সমিতির ডাকে বর্ধমান জেলা শহরে এক সভায় নিমাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। জরুরী অবস্থা শেষে (১৯৭৬) রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অধিষ্ঠান। পঃ বঃ সেটেলমেন্ট কানুনগো সমিতির তদানীন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল কার্যতঃ কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রতি অনুগত। জরুরী অবস্থা কালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত বিশ দফা কর্মসূচীর প্রতি ঐ নেতৃত্বের আস্থাজ্ঞাপনের কারণেই আমার এরূপ বিশ্লেষণ। ১৯৭৮ এ দমদমের কাছে এক স্কুলে পঃ বঃ সেটেলমেন্ট কানুনগো সমিতির এক সভায় বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার প্রশাসনের পরিকল্পনায় রাজ্যের জমিতে নিযুক্ত বর্গাদার বা ভাগচাষীদের অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে যে ‘বর্গা অপারেশন’ কর্মসূচী নেওয়া হয় তার রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ে সেটেলমেন্ট কানুনগোদের ওপর – সেই দায়িত্ব প্রতিপালনের প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দেয়। একদল বলে নিয়মমাফিক কাজ করা হবে, কলম ধর্মঘট করা হবে আর একদল বলে – না, কোনো অবস্থাতেই ‘বর্গা অপারেশন’ এর মতো দরিদ্র ভাগচাষীদের আইনি অধিকার সুরক্ষা করার মতো কর্মসূচী রূপায়ণে কোনোরূপ শিথিলতা দেখানো যাবেনা। অত্যন্ত দায়বদ্ধতা ও নিষ্ঠার সাথে বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করার জন্য নিজেদের ‘পরিষেবা দিতে হবে’।

সেই ১৯৭৮ সালে যে বিতর্কের সূচনা – ১৯৮৭ সালে হয়েছিল তার অবসান। দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েই সংগঠনের নব রূপায়ণ। ভারতীয় সংবিধানের পুঁজিবাদী পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার মধ্যে দু'একটি অঙ্গরাজ্যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রাজ্য প্রশাসনে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর এক সরকার আসীন হলে শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিতে বিশ্বাসী নেতৃত্বদায়ী সংগঠকদের করণীয় কী হবে – তা' নিয়েই আদর্শগত বিতর্ক ও মতানৈক্য। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দার্জিলিংয়ে গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে GNLF এর হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনকে সমর্থন দান ও বিরোধিতার প্রশ্নে। ১৯৭৮ সালে রাজ্যে শতাব্দীর প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে পড়া বানভাসি মানুষদের দুর্দশার প্রতি অবহেলা দেখিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠন FAETO র ডাকা ১০৫ দিনের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন না বিরোধিতা করার প্রশ্নে। এসপ্ল্যানেড ইষ্টে সমিতির ডাকা গণ অবস্থানে রাজ্যের ভূমি সংস্কার মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর উপস্থিতিতেই তাঁর বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া নিয়ে তুমুল বিবাদ হয়। এইসব বিতর্কের মধ্য দিয়েই ১৯৬০এর থেকে রাজ্যের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের উত্তরাধিকার বহনকারী WBSLRS Gr- I, SRO-II গণের পরস্পরকে চেনা-জানা সম্ভব হয়েছিল। জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা এইসব কর্মীরাই ধীরে ধীরে সমভাবনার তাগিদে একত্রিতভাবে সংগঠিত হতে থাকে যাদের নেতৃত্বে, তাঁদের মধ্যে প্রয়াত নিমাই নিয়েছিল অন্যতম প্রধান ভূমিকা। সংগ্রামের মধ্যে ঐক্যের আকৃতিকে পঃ বঃ সেটেলমেন্ট

কানুনগো সমিতি ও WBSLRS Gr-I Association (JLRO ও ACO রা যাদের সদস্য ছিল) সমিতি দুটির মার্জার ঘটেএবং তা WBLLROA নামে পরিচিতি পায়।

নিমাই ইতিমধ্যে বদলি হয়ে উঃ ২৪পরগণায় চলে এসেছে এবং কেন্দ্রীয় পরিচালনবর্গের একজন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বীয় কর্মদক্ষতা ও সংগঠন গড়ার ক্ষমতা বলে। ঐ WBLLROA বা অবিভক্ত সমিতির ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অর্ধবার্ষিক সাধারণ সভায় নিমাই তার অসাধারণ বাগ্মীতা ও আবেগমিশ্রিত তথ্যপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকৃত নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। বামফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থবাহী কর্মসূচী রূপায়নে সমিতির অনুগামীদর প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রতিপালনে কী ভূমিকা পালন করা উচিৎ সে কথাই ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে গেছে অসাধারণ সাহসিকতা ও আন্তরিকতা দিয়ে। ১৯৮৫ সালে বর্ধমানের সভা থেকে সারাদিন ও রাতের বিতর্ক শেষে ডিভিশন এনে যখন ৫১-৪৯ ভোটে WBSLRS Gr-I দের জন্য স্টেট সার্ভিসের initial scale ১৭নং (ROPA, ১৯৮১ অনুসারে) চাইতে হবে বলে দাবি প্রস্তাব পাশ করায় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, তখনই নিমাই ও আমরা প্রমাদ গুনি। যে ক্যাডার সেই মুহূর্তে ROPA-র ১১নং স্কেল ভোগ করছে, সেই ক্যাডারের জন্য ৬ ধাপ টপকে ১৭নং স্কেল এর দাবি? তাই আমরা সদস্যদের বোঝাতে প্রয়াস নিই ঐ দাবি আদায়ের সম্ভাবনা রহিতের দাবি। ১৯৮৬ সালে উত্তরপাড়ার গণভবনে অনুষ্ঠিত সভায় কার্যতঃ সমিতির ক্যাডার ঐক্যের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয় বিভেদকামী নেতৃত্বগোষ্ঠী, ১৯৮৪ সালে অবিভক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল প্রয়াত নিমাইপ্রসাদ মুখার্জী। ১৯৮৫ সালে অবশ্য নিমাই পুনর্নির্বাচিত হতে পারে নি। নিমাই এর কিছু দুর্বলতাকে বিভেদকামীরা (নেতৃত্ব) নির্বাচনে কাজে লাগায়। প্রতিটি মানুষের মতো নিমাইও ছিল দোষেগুণে ভরা। কিন্তু মৃত ব্যক্তির স্মরণকালে পরম মমতার পরশ দিয়ে দোষগুলিকে আড়াল করে তার অজস্র গুণাবলীকেই প্রকাশ্যে আনতে হয়।

আগেই বলেছি নিমাই এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে বর্ধমানে। তারপর ১৯৭৮ এ আমি বাঁকুড়া জেলায় বদলী হই। Burdwan-Bankura Revisional Settlement Operation এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণেই ছিল বর্মান ও বাঁকুড়া জেলার কর্মীরা। সেই সময় সেটেঃ অফিসারের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে সমিতিগত ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেয় নিমাই। সেদিন বাঁকুড়া জেলার জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে নিমাই এর আমলাতন্ত্রের প্রতি জেহাদ এর বলিষ্ঠতার হদিশ পেয়েছিলাম। সদস্যদের সামান্যতম স্বার্থরক্ষায় আমলাতন্ত্রের সাথে সংগ্রামে সর্বদাই তাঁকে তৎপর থাকতে দেখেছি। বাঁকুড়া ও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক থাকাকালে নিমাই সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে (বিভেদকামী

নেতৃত্ব সহ) আমার পরিচয় বাড়তে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গী ঐক্য ও সমভাবনার সংগঠক ও নেতাদের সাথে সেই পরিচয় নিবিড়তর হতে থাকে। বিভিন্ন সময় সভায় মিলিত হয়ে চিন্তা ভাবনার আদান প্রদানের সুযোগও আমি পেতে থাকি। তারপর আমিও একসময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অংশ হয়ে যাই। SRO-II পদে প্রমোশন পেয়ে দঃ ২৪ পরগণা জেলায় যোগদান করার পর থেকে নিমাই এর সাথে আমার মানষিক যোগাযোগ অনেকগুণ বেড়ে যায়। বামপন্থার প্রতি আকর্ষণই ছিল আমাদের মধ্যে মানসিক যোগাযোগ বাড়ার প্রধান কারণ। তবে অবসর নেবার পর নিমাই এর সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ অনেক কম হয়েছে, রাজ্য সম্মেলন ও সমিতির সভা সমূহে নিমাই তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২০১০ সাল থেকে খুব বেশি উপস্থিত থাকতে পারেনি। এজন্য সে মানসিকভাবে খুবই কষ্টে থেকেছে। সদস্যদের সহজাত নেতা, সদস্যদের মাঝে হাজির থেকে কুশল বিনিময়টুকু করতে পারছে না – এ যন্ত্রণা যে পায় সেই কেবল বোঝে।

ক্ষুরধার বাগ্মিতা, অসাধারণ স্মৃতিনির্ভর তথ্য উল্লেখের দক্ষতা, জলোচ্ছ্বাসের মতো সুতীব্র আবেগ প্রবনতা, আকাশের মতো উদার প্রাণ এবং আদর্শের জন্য নিবেদিত যোদ্ধার গুণাবলীর অধিকারী ছিল প্রয়াত নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে স্মরণ করছি তার মতো গুণাবলীর উত্তরাধিকার বহন করতে অন্যদের আহ্বান জানাই ঐসব গুণাবলীর উত্তরাধিকার বহন করার উপযুক্ত হতে। তাহলেই নিমাই এর স্মৃতি আমাদের মাঝে অমলিন হয়ে থাকবে।

আমার ও আমাদের নেতা নিমাই মুখার্জী তোমায় লাখো সেলাম।

বিতর্কটা জরুরী

- দেবব্রত ঘোষ

প্রশ্নটা উঠেছিল। সঙ্গতভাবেই উঠেছিল কিন্তু থেমে গেলো। দেশের কৃষকদের জন্য যখন দু'দুটো বিল বিরোধীদের বাদ দিয়েই পাস হয়ে গেলো তখন এই রাজ্য তথা দেশের এক সচেতন অংশ সঙ্গত ভাবেই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। ঠিকই তো, কৃষি যখন রাজ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত তখন রাজ্যগুলোর কথা না শুনে কী করে কৃষি সংক্রান্ত দু দুটো বিল খুব দ্রুত লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস করিয়ে নেওয়া হলো ? অন্য রাজ্যগুলোর কথা বাদ দিলেও পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই বিতর্কটার যথাযথ সমাধান হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কারের কাজ হয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই দেশের কৃষক আন্দোলনের সর্বাধিক উচ্চারিত স্লোগানটাই ছিল " লাঙল যার জমি তার " । অবিভক্ত বাংলা ছিল সেই স্লোগান সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের পুরোভাগে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ভূমি সংস্কারের কাজের গতি পশ্চিমবাংলায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পর থেকেই ছিল অনেক বেশী। সামাজিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে উদ্ভূত একটা কর্মসূচী পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক কর্মসূচী বলেই বিবেচিত হয়েছে বারংবার। যে রাজনৈতিক দলই পশ্চিমবাংলায় সরকার তৈরী করেছে সেই দলই বরাবর ভূমি সংস্কার কর্মসূচীকে দিয়েছে অগ্রাধিকার। কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিষয়টি সত্য। যদিও বিগত দশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী আঙ্গিকটাই সম্পূর্ণ বদলে ফেলার চেষ্টা শুরু হয় এবং আজ যে আইন দুটি আলোচ্য বিষয়, হুবহু না হলেও অনুরূপ আইন রাজ্যে প্রয়োগ করতে বর্তমান রাজ্য সরকার ও সমান ভাবে সচেষ্ট। কিন্তু এতো কিছুর পরেও দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গেই "পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন" তৈরী হয় ১৯৫৩ সালে। ঠিক দুবছর বাদেই তৈরী হয় পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫। আইনগুলোতো শুধু তৈরী হয়নি তার সফল প্রয়োগ ও ঘটেছে পশ্চিমবাংলায়। ফলে এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার জমির বিন্যাস এবং স্বত্ব- উপসত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি অন্য রাজ্যগুলোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৃহৎ জমির মালিকের কাছ থেকে সিলিং বহির্ভূত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ব্যপকভাবে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জমির উপর লাখ লাখ ভাগচাষীর অধিকার। ফলে, এই রাজ্যে চাষের জমির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো ক্ষুদ্র জোত এবং স্বত্ব -উপস্বত্ব সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ জনঘনত্ব বেশী হওয়ার কারণে দেশের অন্য রাজ্যের সাপেক্ষে এই রাজ্যে হেক্টর প্রতি চাষযোগ্য জমির উপর রায়ত - নির্ভরতা সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশী। রাজ্যের মোট চাষযোগ্য জমির একটা বিবেচিত অংশই 'আল' হিসেবে পড়ে থাকে চাষবিহীন অবস্থায়। একটা সময় এই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা আল সংশ্লিষ্ট জমির পরিমানকে 'ভূমি

সংস্কার’ কর্মসূচীর ডি -মেরিটস হিসেবেও বিচার করা হয়েছিল বা এখনও হয়। পরবর্তীতে রাজ্যে হেক্টর প্রতি ধানের ফলনের গড় বাড়িয়ে এই অনুৎপাদক পরিমানটার সাথে সমতা বিধান করার চেষ্টা হয়। তৃতীয়তঃ পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ কৃষি জমিই তিন -ফসলী। অনেক অংশের জমিকে তিনফসলী করার জন্য ডিপ -টিউবওয়েল, নদী-খাল, প্রাকৃতিক-খাল সংস্কার করে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করতে রাজ্য সরকারকে পরিকাঠামো সাপোর্ট দিতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে বা নিয়মিত ভাবে করতে হয়। চতুর্থতঃ স্বাধীনোত্তর ভারতে পশ্চিমবাংলাই প্রথম যেখানে মহাজনী ব্যবসার অবসান ঘটানোর চেষ্টা শুরু হয় এবং তা শুরুই হয় কৃষি -মহাজনী ব্যবস্থা ভাঙার মধ্য দিয়েই। ভিন রাজ্যে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না পেয়ে কৃষক আত্মহত্যার নিরীখে এই রাজ্য যে আপাত সন্তোষজনক জায়গায় অবস্থান করে সেটাতো হঠাৎ করে এমনিই তৈরী হয়নি ; একটা পদ্ধতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সেই পথটাকে মসৃণ করা হয়েছে। এই রাজ্যে ক্ষুদ্র কৃষক এবং কৃষি ঋণ প্রায় সমার্থক।

এই চার কারণের উপরেই এই রাজ্যের কৃষিজমির সার্বিক বিন্যাস, ব্যবহারিক -প্রকরণ অন্য অনেকগুলো রাজ্যর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্ন অবস্থানের নিরীখেই আলোচ্য বিল দুটি এই রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থায় যে সমস্যা তৈরী করবে তা এককভাবে এই রাজ্যেরই সমস্যা। দেশের হাতেগোনা দু তিনটি রাজ্যের সাথে সেই সমস্যা মিললেও এই রাজ্যের ক্ষেত্রে তা তীব্রতর। সব কর্মসূচী রূপায়ণের যেমন একটা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য থাকে, ভূমি সংস্কার কর্মসূচীরও তা’ ছিল। ক্ষুদ্রজোতজনিত উৎপাদনশীলতার প্রশ্নে ‘সমবায় কেন্দ্রিক চাষ ব্যবস্থা’ চালু করা ছিল লক্ষ্য। এইরকম এক জাংশানে সম্পূর্ণ বিপরীত, চুক্তি-ভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা শুধু সংকটই তৈরী করবে না, রাজ্যের গোটা কৃষক সমাজের মধ্যে তৈরী করবে এক অস্থিরতা। করোনা উত্তর অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরীতে সেই অস্থিরতা নিঃসন্দেহে বিরূপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য। একটা সাম্প্রতিক অতীত -অভিজ্ঞতা এই আলোচনায় সঙ্গত ভাবেই বিবেচিত হতে পারে। সিঙ্গুরে টাটা স্মল কার প্রজেক্টের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৪০৩.৫২ হেক্টর (৯৯৭.১২ একর) জমি। দেশের বেশীরভাগ রাজ্যেই সম পরিমাণ জমি এক লপ্তে পাওয়ার জন্য খুব বেশী হলে একশটি দাগের সংশ্লিষ্ট একশ রায়তের ঐক্যমতের ভিত্তিতেই তা করা সম্ভব ছিল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দরকার হয়েছিল ৩৫৭১ টি দাগের ১০৮৫২ জন রায়তের মতৈক্য যা আদৌ শেষ পর্যন্ত করাই সম্ভব হয়নি। চিহ্নিত এলাকার মধ্যে ছিল ৩২৩ জন ভাগচাষী। বিল অনুযায়ী চাষী যে চাষের পছন্দের ক্রম ঠিক করার অধিকার হারাচ্ছে তা নিয়ে এখন আর কোন ও সন্দেহ নেই এবং পুরো ব্যাপারটা যে ঠিক করবে কর্পোরেট গ্রুপ তা নিয়েও কোন ও সন্দেহ নেই। ফলে, রাজ্যের মানুষের ক্ষিদে মেটানোর চাইতে ব্যবসায়িক লাভটাই যে বেশী গুরুত্বপাবে এ নিয়েও আজ আর কোন ও সন্দেহ থাকতে পারেনা। জাতীয় ভাবে সমস্যাটা সাধারণ কিন্তু একটা চাষের মাঠের ত্রিশ হেক্টর জমিতে আলু আর ঠিক একই মরশুমে পাশের মাঠের দশ হেক্টর জমিতে গম ----রাজ্যের এই পরিচিত ছবিটা উধাও

হতে চলেছে বা উধাও করার একটা চাপ তৈরী হতে চলেছে যা ঐ অস্থিরতার অনুঘটক হিসেবে হাজির হবে। আমন - রবিশষ্য -বোরো , মরশুম সাপেক্ষে এই চেনা ছবির বদল ঘটতে চলেছে গোটা দেশ জুড়ে, হয়তো বায়ো ডিজেল তৈরীর জন্য গোটা বছর ব্যবহৃত হবে সংশ্লিষ্ট জমি কিন্তু পশ্চিমবাংলার ভাগচাষীর ফসলের ভাগ তাহলে কীভাবে নির্ধারিত হবে ; সে প্রশ্নের মীমাংসাটা ও তো জরুরী। অস্বাভাবিক ফসলের দামের উর্ধমুখীনতা রদে হস্তক্ষেপ করাই যদি সরকারের একমাত্র দায় হয় তাহলে এই রাজ্যের বৃহৎ মাঠের মাঝখানে দশ কাঠা জমির রায়ত যখন নিজের সাংসারিক প্রয়োজনে, পরিবার প্রতিপালনের জন্যই শুধু চাষ করে তার সংসার প্রতিপালনের দায়যুক্ত স্বাধীনতা রক্ষার দায় কে নেবে?

প্রশ্ন আরও। উপরিস্বত্বটুকু যখন শুধু দাদনের বিনিময়ে কর্পোরেট দুনিয়া ভোগ করবে তখন চাষের পরিকাঠামোগত ব্যয় বহন করবে কে ? রাজ্য সরকার ? মানে সরকারী ব্যয়ের সম্পূর্ণটাই আড়ালে নতুন মধ্যস্বত্তভোগীরা ভোগ করবে ? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক- কৃষক সমাজ এই ব্যবস্থাটা অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে নতুন করে মহাজনী ব্যবস্থাটাকে কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে না তো ? দাম তো পরের কথা, চাষের খরচের যে অংশটা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে চাষীকে দিতো ,সেই ঋণ এবার দেবেটা কে ? যদি মধ্যসত্বভোগীরাই দেয় তাহলে কোন্ শর্তে ? একটা অবাক করা তথ্য এখানে হাজির করা যায়। আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর শুধুমাত্র কোল্ডস্টোর , মালটিপারপাস কোল্ডস্টোর , গুদামের অভাব হেতু বা যেটুকু পরিকাঠামো আছে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করার সরকারী উদাসীনতার অভাবে প্রায় নব্বই হাজার কোটি টাকার খাদ্যশষ্য নষ্ট হয়। বিল দুটির সাথে সঙ্গতি রেখে এই যে অবাধ খাদ্যশষ্য মজুদ করার অধিকার স্বীকৃত হলো , এর মধ্য দিয়ে বার্ষিক ঐ নব্বই হাজার কোটি টাকাতো এমনিই মধ্যবর্তী গ্রুপটার হাতে পৌঁছে যাবার পথ মসৃণ করে দেওয়া হলো। দাম ? সে তো আজ চাহিদা -যোগানের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত এমনিতেই নেই ; বাজার অর্থনীতির নিয়ম মেনে কৃত্রিম যোগান -ঘাটতি দেখিয়ে যে দাম নির্ধারণের ব্যবস্থা বর্তমানে চালু রয়েছে সেই ব্যবস্থাটাকেই আরো মজবুত করা হলো না তো ? কিছু প্রশ্ন দেশের রাজ্যগুলির প্রেক্ষিতে সাধারণ আর কিছু প্রশ্ন একান্তই রাজ্যের নিজের। তাই দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলার সচেতন সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্য থেকেই আজ আওয়াজ ওঠা উচিত যে বিতর্কটার যথাযথ মীমাংসা হওয়া ভীষণ জরুরী। দেশের রাজধানীর উপকণ্ঠে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজির ১২ মিলিয়ন কৃষক। সাথে ৯৬ হাজার ট্রাক্টর। রোদ -বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনমনীয় ধারাবাহিক অবস্থান। এ হেন এক ঐতিহাসিক আন্দোলন এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জমায়েত কে শুধুমাত্র "সংশ্লিষ্ট কৃষক নেতা টিকায়েতের সম্পত্তির পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা" বলে খাটো করে দেখার মধ্যেও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে কোনো লজ্জা লুকিয়ে আছে কিনা, যথাযথ মীমাংসা হওয়া দরকার সেই বিতর্কেরও।

“........তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও..”

গত বছরের মতো এবছরেও কোভিড সংক্রমন তার দ্বিতীয় তরঙ্গের ছোবল নিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের জীবন জীবিকা। সাথে দোসর হয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ – গত বছর আম্ফান আর এ বছর ইয়াস। আমরা পারি না এ দুর্যোগকে আটকাতে, পারিও নি । তবে আমরা চেষ্টা করেছি সেই দুর্দশাগ্রস্থ মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে। সমিতির সদস্য অনুগামীদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমরা এ বছর উদ্যোগী হয়েছি জেলাগুলিতে ‘কোভিড ভলান্টিয়ার্স’ টীম তৈরি করতে। এবছরেও গত বছরের মতো উদ্যোগী হয়েছি ‘ইয়াস তহবিল’ সংগ্রহ করে দুর্গত এলাকায় মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গঙ্গার মোহনা সন্নিহিত অঞ্চল, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণার সুন্দরবন সন্নিহিত উপকূলবর্তী অঞ্চল ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলের কিছু অংশে আমরা এখনও পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি।

- ১৩/০৬/২০২১ - পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কন্টাই ১ ব্লকের মূলতঃ মৎস্যজীবি অধ্যুসিত শৌলা রঘুসর্দারবাদ অঞ্চলে ২০০টি পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী ও ১০০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর হাতে শিক্ষা অনুশীলন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।
- ১৪/০৬/২০২১ - হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২ ব্লকের ডিহিমন্ডলঘাট ১ পঞ্চায়েতের বানিয়া ও সাইবানিয়া গ্রামের প্রান্তিক কৃষিজীবি ৩৫০ পরিবারের হাতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

- ১৯/০৬/২০২১ - দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা ব্লকের কুমীরমারিতে ৩০০টি পরিবারের হাতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এবং ৫০ জন শিশুর জন্য বস্ত্রসামগ্রী দেওয়া হয়। এই দুর্গম জল-জঙ্গল সঙ্কুল বাদা অঞ্চলে জীবনের লড়াইয়ে টিকে থাকা মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে চেয়ে সমিতির অদম্য সদস্যরা ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও জলপথে ঝুঁকি নিয়ে এই কাজে এগিয়ে যান।

- ২৭/০৬/২০২১ - দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী ব্লকের পশ্চিম দেবীপুর গ্রামে ২০০টি পরিবারের হাতে খাদ্য, শিশুবস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সমিতির সদস্যরা ঝড়বৃষ্টির প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

স্মরণ :-

গভীর শোকের সঙ্গে উল্লেখ্য যে বিগত সময়কালে আমরা হারিয়েছি আমাদের সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্ব **নিমাই প্রসাদ মুখার্জী ও নদীয়া জেলার প্রবীন সদস্য তপন অধিকারীকে**

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে –

কবি শঙ্খ ঘোষ, সুমিত ঘোষ,
সাহিত্যিক- অনীশ দেব, শীর্ষ বন্দোপাধ্যায়, কালিদাস রক্ষিত, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অরুনাভ লাহিড়ী, আজহারউদ্দিন খান,
জীব বিজ্ঞানী- রিচার্ড চার্লস লিওন্টিল
সঙ্গীত শিল্পী- পণ্ডিত রাজেন মিশ্র, বনরাজ ভাটিয়া,
নাট্যকার- স্বপন দাস, সমীর কুমার বিশ্বাস, গণনাট্য কর্মী- অশোক দত্ত
চিত্রশিল্পী- ঈশা মহম্মদ
চলচ্চিত্র পরিচালক- বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, রাজ কৌশল
চলচ্চিত্র অভিনেতা- দিলীপ কুমার, শশীকলা সেহগাল, সুরেখা সিক্রি
ক্রীড়াবিদ- মিলখা সিং, যশপাল শর্মা
সাংবাদিক- অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয় বসু, কমল ভট্টাচার্য্য, রাজীব ঘোষ, রোহিত সারদানা, দানিশ সিদ্দিকী
কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব মলয় রায়, সুশীল কুমার সিনহা, স্বপন গুপ্ত, প্রবীর সরকার
আদিবাসী আন্দোলনের অগ্রনী নেতৃত্ব স্ট্যান স্বামী, রাজেন্দ্র সিং মুণ্ডা
জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী দীপা সরকার, সত্যেন মৈত্র, সুন্দরলাল বহুগুণা
কাশ্মীরের কৃষক আন্দোলনের অগ্রনী নেতৃত্ব আব্দুল হামিদ ওয়ানি
গণ আন্দোলনের নেত্রী গৌরী আম্মা, রঞ্জনা নিরুলা, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, নীলকন্ঠ দাস
মরনোত্তর দেহদান আন্দোলনের পুরোধা ব্রজ রায়
শিক্ষাবিদ -নবকুমার নন্দী, সর্বজিৎ চৌধুরী, মাহবুব উল আলম, সব্যসাচী সেনগুপ্ত, গৌতম নিয়োগী, মৃনালকান্তি দাশগুপ্ত
চিকিৎসক- স্মরজিৎ জানা, সুবীর দত্ত
বিশ্বকোষবিদ- পার্থ সেনগুপ্ত
প্রাক্তন সাংসদ বীর সিং মাহাতো, আবুল হাসনাত খান, জয়ন্ত রায়, মহ সাহাবুদ্দিন, বীরভদ্র সিং
প্রাক্তন বিধায়ক সাধনা মল্লিক, শান্তি চ্যাটার্জী, রবীন মন্ডল, প্রকাশ মিনজ, নর্মদা রায়।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

e সংকলন আলো জানুয়ারী - এপ্রিল, ২০২১

সম্পাদক:- অম্লান দে, এ্যাসোসিয়েশন অব্ ল্যান্ড এ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল - এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত